সম্পাদকীয়

চাইলেই পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি
সিন্ডিকেট কি এতই শক্তিশালী

অব্যাহত মূল্যস্ফীতির কারণে দম বন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ভোক্তাদের। চাল থেকে শুরু করে ডাল, ভোজ্যতেল, মাছ-মাংস, ডিমের দাম বেড়েছে অনেক আগেই। খুচরা বাজারে পেঁয়াজ, আদা-রসুন ও মসলাজাতীয় পণ্য বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দরে; বাড়ছে চিনির দাম; শিশুখাদ্যের দামও আকাশছোঁয়া। এর মধ্যে সপ্তাহের ব্যবধানে আটা-ময়দার দাম কেজিতে ৫-৭ টাকা নতুন করে বেড়েছে; আর মাসের ব্যবধানে বেড়েছে ১২-১৪ টাকা। ফলে নিত্যপণ্যের বাজারে ক্রেতার দীর্ঘশ্বাস বেড়েই চলেছে; আয়ের সঙ্গে ব্যয় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের। এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে গরিব মানুষ। এখন বাজারে প্রতি কেজি প্যাকেটজাত আটা বিক্রি হচ্ছে ৬০-৬২ টাকায়, যা সাত দিন আগে বিক্রি হয়েছে ৫৫ টাকায়, এক মাস আগে বিক্রি হয়েছে ৫৪ টাকায়; আর গত বছর একই সময় বিক্রি হয়েছে ৩৬ টাকায়। এখন খুচরা বাজারে প্রতি কেজি খোলা ময়দা বিক্রি হয়েছে ৬৫ টাকায়, যা কিছুদিন আগেও বিক্রি হয়েছে ৬০ টাকায়; আর গত বছর একই সময় বিক্রি হয়েছে ৪০ টাকায়। সব শ্রেণির ভোক্তার কাছেই আটা-ময়দার চাহিদা রয়েছে। ফলে বাজারে দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে আটা-ময়দার বাজার আরও অস্থির করে তুলছে। বস্তুত অসাধু ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে সব ধরনের নিত্যপণ্যের বাজারই অস্থির করে তুলেছে। জানা যায়, অস্বাভাবিক মূল্য বাড়িয়ে একটি চক্র ডিম ও মুরগির বাজার থেকে মাত্র দুই সপ্তাহে কয়েক শ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। দুঃখজনক হলো, অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছামতো নিত্যপণ্যের বাজার অস্থির করে তুললেও বাজার তদারকি সংস্থাগুলোর তৎপরতা একেবারেই দৃশ্যমান নয়। অভিযোগ রয়েছে, বাজার পর্যবেক্ষণে জড়িত অসাধু কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের যোগসাজশের কারণেই অসাধু ব্যবসায়ীরা পার পেয়ে যাচ্ছে।

> সম্প্রতি জীবনযাপনের প্রতিটি সেক্টরে অস্বাভাবিকভাবে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় দেশে বহু মানুষ মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারসাজি অব্যাহত থাকলে মানুষ বেঁচে থাকবে কী করে? যারা অতি মুনাফা করতে ভোক্তাদের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আমরা চাই, জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এমন পরিস্থিতি সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। বিশেষ করে যেসব সিন্ডিকেট চাইলেই পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের পকেট কেটে মুনাফা লুটছে তাদের বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশা করি। আমরা মনে করি, এসব সিন্ডিকেট সরকারের চেয়ে কোনোভাবেই বেশি শক্তিশালী নয়

প্রশ্ন হলো, এসব ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নীরব কেন? অসহায় ক্রেতারা এখন অনেক জরুরি পণ্য না কিনেই বাড়ি ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। এদিকে গণপরিবহণ সেক্টরেও চলছে ভয়াবহ নৈরাজ্য। গত এক বছরে শুধু সরকারি চাকরিজীবী ছাড়া অন্যান্যদের বেতন বাড়েনি। শুধু তাই নয়, বেসরকারি খাতে কর্মরত বিপুলসংখ্যক কর্মীর বেতন কমেছে; অনেকে চাকরি হারিয়েছেন। সম্প্রতি জীবনযাপনের প্রতিটি সেক্টরে অস্বাভাবিকভাবে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় দেশে বহু মানুষ মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারসাজি অব্যাহত থাকলে মানুষ বেঁচে থাকবে কী করে? যারা অতি মুনাফা করতে ভোক্তাদের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আমরা চাই, জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এমন পরিস্থিতি সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। বিশেষ করে যেসব সিন্ডিকেট চাইলেই পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের পকেট কেটে মুনাফা লুটছে তাদের বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে আশা করি। আমরা মনে করি, এসব সিন্ডিকেট সরকারের চেয়ে কোনোভাবেই বেশি শক্তিশালী নয়।

[উপ-সম্পাদকীয়]

বাউবিতে উচ্চশিক্ষা : সুযোগ ও বাস্তবতা

ড. মো. ফরিদ হোসেন

সম্প্রতি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিতে চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, নিউজ পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাবরেটরিতে পাঠদানের মাধ্যমে কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রি প্রদানের সুযোগ নেই। শুধুমাত্র দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান করতে পারে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যেই সবার উদ্দেশে আজকের এই লেখা। যেকোনো ধরনের যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার গণমুখীকরণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেয়া এবং সাধারণভাবে জনগণের শিক্ষার মান উন্নীত করে দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করার লক্ষে ২০ অক্টোবর ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২' গৃহীত এবং ২১ অক্টোবর মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি লাভের পর ১৯৯২ সালের ৩৮ নং আইন হিসেবে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাউবির ওয়েবসাইটে রয়েছে। বাউবি আইনের ধারা ১৯ ও ২০(১) অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'বোর্ড অব গভর্নর্স' থাকবে এবং যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী সংস্থা হবে। যার সদস্য হবেন : ক. ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি তার চেয়ারম্যানও হবেন; খ. চ্যান্সেলর কর্তৃক পর্যায়ক্রমে মনোনীত একজন করেপ্রো-ভাইস চ্যান্সেলর; গ. কোষাধ্যক্ষ; ঘ. সরকারের শিক্ষা সচিব; ঙ. সরকারের তথ্য সচিব; চ. চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহির হতে একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী মহল হতে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং দুইজন খ্যাতনামা পেশাজীবী; ছ. ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে বোর্ড কর্তৃক মনোনীত স্কুলসমূহ হতে দুইজন ডিন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক।

উক্ত আইনের ২১নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে 'একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষাবিষয়ক সংস্থা হবে এবং এই আইন, সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তার নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করবে'। এ ছাড়া ২৩(২) ধারায় উল্লেখ রয়েছে 'একাডেমিক কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, প্রত্যেক স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে'।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল স্থাপনের বিষয়ে বাউবির আইনের ২৩নং ধারার ১নং উপধারায় উল্লেখ রয়েছে : 'বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা, মানবিক বিষয়াবলি, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, প্রকৌশল ও কারিগরি, সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানবিষয়ক স্কুলসমূহ, নারী-শিক্ষাবিষয়ক স্কুলসমূহ, উন্মুক্ত স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য স্কুল অন্তর্ভুক্ত থাকবে'। আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে ১. স্কুল অব এডুকেশন ২. স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ; ৩. ওপেন স্কুল; ৪. স্কুল অব বিজনেস; ৫. স্কুল অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট এবং ৬. স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি খোলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার বিষয়ে বাউবি আইনের ৬নং ধারার উপ-ধারা ক, খ, গ-এ উল্লেখ রয়েছে, ক. জাতীয় উন্নয়নের তাগিদে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপযুক্ত বলে বিবেচিত জ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহে প্রযুক্তি, বৃত্তি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা এবং গবেষণার ব্যবস্থাকরণ; খ. ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদানের অথবা অন্য কোন উদ্দেশে পাঠ্যক্রমসমূহের পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়ন; গ. পরীক্ষা গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও রেগুলেশন অনুযায়ী কোন পাঠ্যক্রম অনুসরণকারী বা গবেষণাকার্য সম্পাদনকারী কোনো ব্যক্তিকে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে অন্য কোনো সম্মান বা স্বীকৃতি প্রদান।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালি বিষয়ে বাউবি আইনের ৯নং ধারার উপধারা-১ এ বলা হয়েছে যে, 'শিক্ষাদানের বিভিন্ন কার্যক্রম সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং করেসপন্ডেন্স প্যাকেজ, ফিল্ম, ক্যাসেট, টেলিভিশন অনুষ্ঠান, বেতার অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, টিউটরিয়াল, আলোচনা, সেমিনার, পরিদর্শন, প্রদর্শন এবং ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশপ ও কৃষি জমিতে ব্যবহারিক শিক্ষাসহ বাস্তব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অন্যান্য মাধ্যমে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ উক্ত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে'। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ৬টি স্কুল, ১২টি আঞ্চলিক ও ৮০টি উপআঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৬০ এর অধিক প্রোগ্রামের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিক্ষা, মানবিক, ভাষা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতোকোত্তর প্রোগ্রাম ইতোমধ্যে ঢাকা ও গাজীপুর ক্যাম্পাসে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে চলমান রয়েছে। স্কুল কর্তৃক প্রস্তাবিত নতুন একাডেমিক প্রোগ্রামের কারিকুলাম ও সিলেবাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশে 'বোর্ড অব গভর্নর্স' কর্তৃক অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট স্কুল প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক প্রোগ্রামসমূহ দুটি পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে : ১. দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউটকে বাউবির স্টাডি সেন্টার হিসেবে অনুমোদন দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/গবেষক/প্রশিক্ষকদের দ্বারা পরিচালনা। ২. বাউবির শিক্ষকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং গাজীপুর ক্যাম্পাসে প্রোগ্রাম পরিচালনা।

বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদালয়সহ আরও কয়েকটি পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রি দেয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যা বিবেচনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কৃষিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এখনও সীমিত। প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ হতে উত্তীর্ণ অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী কৃষিতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হলেও আসন সীমিত থাকায় ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাউবি আইনের ২৩(১) ধারা অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল স্থাপন করে। স্কুলের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৭ সালে ৩ বছর মেয়াদি Bachelor of Agricultural Education (BAgEd), ১৯৯৯ সালে ১৮ মাসে মেয়াদি Diploma in Youth Development Work (DYDW), ৬ মাসে মেয়াদি Certificate in Livestock and Poultry (CLP) ও Certificate in Pisciculture and Fish Processing (CPFP) চালু করা হয়। প্রোগ্রামসমূহ বাউবির স্টাডি সেন্টার হিসেবে অনুমোদিত দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/প্রশিক্ষকগণ প্রোগ্রামের তত্ত্বীয়-ব্যবহারিক ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। কৃষিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে কৃষি বিষয়ক ল্যাব ও গবেষণা খামার স্থাপন করায় স্কুলের শিক্ষকসহ নিকটস্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/গবেষকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ২০১৮ সালে ১৮ মাসে মেয়াদি গঞ্চ প্রোগ্রাম এবং ২০১৯ সালে ২ বছর মেয়াদি Master in Sustainable Agriculture and Rural Livelihood (MSARL) প্রোগ্রাম চালু করা হয়। বর্তমানে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুলে কৃষি, কৃষি প্রকৌশল, মাৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ের সাতজন অধ্যাপক ও চারজন সহযোগী অধ্যাপক কর্মরত রয়েছেন। সকলেরই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি এবং দেশে-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার অভিজ্ঞতা রয়েছে। স্কুলে আরও ছয়টি শূন্যপদে চাহিদাভিত্তিক কৃষিবিষয়ক নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১২ সালে বিএসসিএজি প্রোগ্রামের কারিকুলাম ও সিলেবাস অনুমোদিত হয়। বর্তমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসে আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরি, সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লেকচার গ্যালারি ও পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাসরুম থাকায় এবং স্কুলের শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ এবং কৃষিবিষয়ক গবেষণা ল্যাবরেটরি উন্নয়নের জন্য চলতি অর্থবছরে (২০২২-২৩) ৪০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখায় স্কুল জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২ সিমেস্টারে চার বছর মেয়াদি BScAg প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। চালুতব্য চার বছর মেয়াদি BScAg প্রোগ্রামের কারিকুলাম ও সিলেবাস বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম ও সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রণীত হয়েছে। তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ক্লাস বাউবির গাজীপুর ক্যাম্পাসের শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাবরেটরিতে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুলের শিক্ষকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। ক্লাসের সংখ্যা ক্রেডিট অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে যা দেশের অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুশীলন করা হয়। সপ্তাহের কার্যদিবসসমূহে প্রকাশিত রুটিন অনুযায়ী শিক্ষকবৃন্দ সরাসরি শ্রেণিকক্ষ, ল্যাব ও মাঠ গবেষণা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা করবেন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের নিকটস্থ কৃষি বিশ্ববিদালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ল্যাব ও মাঠ গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্কুলের শিক্ষকদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দ সম্পৃক্ত থাকবেন। কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুলের BScAg-সহ চলমান অন্যান্য প্রোগ্রামসমূহের কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য কৃষি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। চলমান প্রোগ্রামসমূহের কারিকুলাম, পরীক্ষাসহ অন্যান্য কমিটির বহিঃসদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ দায়িত্ব পালন করে প্রোগ্রাম পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান অধ্যাপকবৃন্দ স্কুলের কর্তৃক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়ে দীর্ঘদিন যাবত বাউবির শিক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। দেশে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৩০ বছর পর কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুলের সক্ষমতা বিবেচনা করে আইনবলে BScAg প্রোগ্রাম চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। স্কুলের অভিজ্ঞ কৃষি বিষয়ক শিক্ষকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাউবির মূল ক্যাম্পাসের শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাবে পরিচালিত এ প্রোগ্রামে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে দক্ষ কৃষিবিদ হয়ে জাতীয় উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে। স্কুলে কর্মরত কৃষি শিক্ষকগণ কৃষি শিক্ষার মান ও কৃষিবিদদের সম্মান বজায় রাখার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

লেখক : অধ্যাপক ও ডিন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়